কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ▫ বর্ষ ঃ ৪৬ ▫ মে-জুন ▫ ২০১৩ খ্রি. ▫ ১৮ বৈশাখ -১৬ আষাঢ় ▫ ১৪২০ বঙ্গাব্দ ▫ পৃষ্ঠা ২০

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক বস্তুনিষ্ঠ মুখপত্র

সম্পাদকীয়

বৃক্ষের উপকারিতা অপরিসীম। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্য চাহিদা, পুষ্টি, শারীরিক গঠন, মেধার বিকাশ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বহুমাত্রিক অবদানে গাছের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্য। গাছ অক্সিজেন সরবরাহ করে মানব জাতিকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণে জনসাধারণকে আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে সরকার প্রতিবছর জাতীয় বৃক্ষমেলার আয়োজন করে যাচ্ছে। গত ৫ জুন থেকে মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জাতীয় বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষমেলা ২০১৩। এবারের মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, "গাছ লাগিয়ে ভরব দেশ, তৈরি করব সুখের পরিবেশ"।

বৃক্ষমেলার পাশাপাশি গত ১৬ জুন থেকে ৩০ জুন, ২০১৩ বিএআরসি চত্বরে শুরু হয় ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ এবং ১৬-১৮ জুন জাতীয় ফল প্রদর্শনী। এবারের ফল প্রদর্শনীর প্রতিপাদ্য ছিল, "দেশি ফলে বেশি পুষ্টি, অর্থ খাদ্যে পাই তুষ্টি"। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী অন্যান্য বৃক্ষের পাশাপাশি দেশি ফলের গাছ লাগানসহ বিশেষ করে কাঁঠাল গাছ লাগানোর জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বৃক্ষমেলা ও জাতীয় ফল প্রদর্শনীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় বিএডিসি স্থাপিত স্টল গুলোতে উন্নত জাতের সকল প্রকার ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা/কলম সুলভ মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য দেশের আয়তনের কমপক্ষে ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। বসতবাড়ি, স্কুলকলেজ, হাসপাতাল, রাস্তার পাশেসহ অব্যবহৃত সকল জমিতে আমাদের গাছ লাগানো প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলায় আসুন আমরা সবাই গাছ লাগিয়ে আমাদের পরিবেশকে নির্মল ও বাসযোগ্য করে গড়ে তুলি।

জাতীয় বৃক্ষমেলা-২০১৩ উপলক্ষে বিএডিসি'র স্টল

জাতীয় ফল প্রদর্শনী-২০১৩ উপলক্ষে বিএডিসি'র স্টল

ভেতরের পাতায়...........

ফল, অক্সিজেন ও দেশকে রক্ষা করার জন্য আসুন আমরা ফলের গাছ লাগাই..........০৩

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় বিএডিসি সহযোগিতা করছে..........০৩

আশুগঞ্জ পলাশ এগ্রো- ইরিগেশন প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও সফলতা..........০৯

মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে খরা, লবণাক্ততা বন্যা সহিষ্ণু ধান জাত

প্রবর্ধনের বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত..........১২

বাংলাদেশে অর্নামেন্টাল কিউকারবিট চাষের সম্ভাবনা..........১৩

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি..........১৬

যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

তত্ত্বাবধানে : জনসংযোগ কর্মকর্তা- মেরীনা সাবরীন, উপ জনসংযোগ কর্মকর্তা-তাহমিনা বেগম, সম্পাদক- মো. তোফায়েল আহমদ, কার্টোগ্রাফি- মোঃ আব্দুল মাজেদ, মুদ্রণে- কালারস্টার

ফল, অক্সিজেন ও দেশকে রক্ষা করার জন্য আসুন আমরা ফলের গাছ লাগাই - কৃষিমন্ত্রী

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ-২০১৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

উৎপাদন ক্ষমতা, চাহিদা ও পুষ্টির উপর নির্ভর করে কাঁঠালকে বাংলাদেশের জাতীয় ফল করা হয়েছে। কাঁঠালের কোন কিছুই ফেলনা যায় না। এটি তরকারি হিসেবে খাওয়া যায়। কাঁঠাল গাছকে কাঠ গাছ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আমরা আমাদের দেশীয় ফলকে রক্ষা করব। ফলের গাছ লাগান একটি ইবাদত। ফল, অক্সিজেন ও দেশকে রক্ষা করার জন্য আসুন আমরা ফলের গাছ লাগাই।

গত ১৬ জুন ২০১৩ তারিখ ফলদবৃক্ষ রোপণ পক্ষ- ২০১৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি এসব কথা বলেন।

সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলামের সভাপতিত্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক জনাব এম. এনামুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা ১১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আসাদুজ্জামান খান, মাননীয় সংসদ সদস্য, মহিলা আসন-০৪ জনাব আসমা জেরীন ঝুমু এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব ও সাবেক কৃষি সচিব জনাব মনজুর হোসেন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মুকুল চন্দ্র রায়। সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. ওয়ায়েস কবীর।

এ ছাড়াও সেমিনারে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি, বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃষি মন্ত্রণালয় ও

(বাকী অংশ ৫ এর পাতায়)

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় বিএডিসি সহযোগিতা করছে -নৌ পরিবহনমন্ত্রী

বিএডিসি বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া একটি প্রতিষ্ঠান, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বিএডিসি জোরালো ভূমিকা রাখছে। এ সংস্থার মাধ্যমে আমরা বর্তমানে বিশ্বে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশ হিসাবে পরিচিত হয়েছি। আগামী দিনে বিএডিসিকে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে যাতে এ সংস্থা নিয়ে কেউ আর তালা গড়ার খেলায় মেতে উঠতে না পারে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় বিএডিসি সহযোগিতা করছে।

গত ২২ মে ২০১৩ তারিখে বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ (সিবিএ'র) উদ্যোগে সংস্থার সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে "বিএডিসি ভাঙ্গা গড়ায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য" শীর্ষক বিশেষ আলোচনা সভায় মাননীয় নৌ পরিবহনমন্ত্রী জনাব শাজাহান খান, এমপি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে সিবিএ আয়োজিত মহান মে দিবস -২০১৩ উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় নৌ পরিবহনমন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এমপি, ছবিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য এ্যাড. সানজিদা খানম এমপি, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি ও সিবিএ নেতৃবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

(বাকী অংশ ৫ এর পাতায়)

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সারব্যবস্থাপনা) পদে জনাব মোঃ আতাহার আলীর যোগদান

মোঃ আতাহার আলী

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আতাহার আলী গত ২৩ জুন ২০১৩ ইং তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি বিএডিসি'র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব মোঃ আতাহার আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বিএসএস (অনার্স) ও এমএসএস ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৫ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের একজন সদস্য হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ইতিপূর্বে সহকারী কমিশনার, উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রশাসক হিসেবে সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তার নিজ জেলা শেরপুর।

ওয়াহেদ আলীর এসিআর

এটিএম মহিউদ্দিন আহমেদ
প্রাক্তন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
বিএডিসি, ঢাকা

মাটির সাথে মিশে আছে
এসিয়ারের উর্ধ্বে সে
বেতন বোনাস নেই প্রয়োজন
এমন সুখী আছে কে?
মাঝে মাঝে উদাস মনে
নিখোঁজ যদিও হতো সে
দুপুর শেষে ফিরে এসে
টানা ডিউটি করতো যে
এসি লাইট বন্ধ করে
ব্রিফকেসটি সাথে নিয়ে
লিফট থামাতে ছুটতো সে

গাড়ীর দরজা বন্ধ করে
খলিল মিয়াও হুইসেলের পর
বিনয়ী একটি সালাম দিয়ে
জনারণ্যে যেতো মিশে
আমাদের সেই ওয়াহেদ আলী এমন ছুটি নিল শেষে
অসুখ এসে শর্ট নোটিশে নিয়ে গেল অচিন দেশে
হায়রে চাকরি হায়রে ছুটি হায়রে এসিআর
তার জন্যে হাত উঠালাম খোদারই দরবার!

বিএডিসি'র সচিব পদে জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন এর যোগদান

মোঃ দেলওয়ার হোসেন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন গত ১৮ জুন ২০১৩ ইং তারিখ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সচিব পদে যোগদান করেন। বিএডিসিতে যোগদানের পূর্বে তিনি মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন বিএসসিএজি (অনার্স), সরকার ও রাজনীতি বিষয়ে এমএসএস এবং এমবিএ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯১ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১০ম ব্যাচের একজন সদস্য হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সহকারী সচিব, সহকারী কমিশনার, এনডিসি, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রশাসক হিসেবে দক্ষতার সাথে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি মোঃ আজিজুল হক সাধারণ সম্পাদক মোঃ মুকসুদ আলম খান মুকুট

কৃষিবিদ মোঃ আজিজুল হক

কৃষিবিদ মোঃ মুকসুদ আলম খান মুকুট

বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির ২০১৩-১৪ মেয়াদে নবনির্বাচিত ২২ সদস্য বিশিষ্ট কার্য নির্বাহী কমিটি গত ১৯/১২/২০১২ তারিখ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষণা করা হয়। এতে সভাপতি পদে কৃষিবিদ মোঃ আজিজুল হক মহাব্যবস্থাপক (বীজ) বিএডিসি, ঢাকা এবং সাধারণ সম্পাদক পদে কৃষিবিদ মোঃ মুকসুদ আলম খান মুকুট উপপরিচালক বীপ্রকে, বিএডিসি, ঢাকা নির্বাচিত হন

ফল, অক্সিজেন ও দেশকে রক্ষা করার জন্য

(৩ এর পাতার পর)

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৬-৩০ জুন ২০১৩ ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ এবং ১৬-১৮ জুন জাতীয় ফল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সকালে র‍্যালী শেষে ফিতা কেটে ফল প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি ও মাননীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি। এ সময় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও মাননীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী বিএআরসি চত্বর, খামারবাড়িতে আয়োজিত জাতীয় ফল প্রদর্শনীতে বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন এ ছাড়াও অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি স্টল সমূহও ঘুরে দেখেন।

উল্লেখ্য জাতীয় ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৩ এর এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "দেশি ফলে বেশি পুষ্টি অর্থ খাদ্য পাই তুষ্টি"। প্রদর্শনীতে বিএডিসি'র স্টল ২য় পুরস্কার লাভ করে।

শোক সংবাদ

* উপ পরিচালকের কার্যালয় (ক: প্রা:) বিএডিসি, রাজশাহী জোন দপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব হাফিজ উদ্দীন গত ৩১/০৫/২০১৩ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহ-----রাজিউন)।

*সহকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ/কেজেকে) বিএডিসি, যশোর জোনে কর্মরত (আযুক্ত) সহকারী মেকানিক জনাব মোঃ আফজাল হোসেন গত ৩০/০৫/১৩ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহ-----রাজিউন)।

*উপ পরিচালক (পাটবীজ), বিএডিসি, টাঙ্গাইল দপ্তরে কর্মরত ওয়াচম্যান জনাব মোঃ রবিউল গত ০২/০৫/১৩ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহ-----রাজিউন)।

* নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা) ঢাকা রিজিয়ন দপ্তরে কর্মরত সহকারী ভান্ডার রক্ষণ কর্মকর্তা মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ ইকবাল আলী চৌধুরী গত ২২/০৪/১৩ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহ---রাজিউন)

*যুগ্ম পরিচালক (সার), বিএডিসি, টাঙ্গাইল দপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন সহকারী পরিচালক (সার) বিএডিসি, মধুপুর দপ্তরে কর্মরত অফিস পিয়ন, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান গত ১৩/০৪/১৩ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহ-----রাজিউন)।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার) এর কার্যালয়, বিএডিসি, রাজবাড়ীর পাংশা বীজ উৎপাদন খামারে কর্মরত অফিস পিয়ন জনাব সামছুল আলম গত ০৩/০৫/১৩ তারিখে ইন্তেকাল করেন, (ইন্নালিল্লাহি-------রাজিউন)

* সহকারী প্রকৌশলী বিএডিসি, পাংশা (ক্ষুদ্রসেচ/জিকেআইএডিপি) জোনে কর্মরত মেকানিক বাবু অসীম কুমার সেন গত ০৮/০৬/২০১৩ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরন করেন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় বিএডিসি

(৩ এর পাতার পর)

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য জনাব এ্যাডভোকেট সানজিদা খানম এমপি, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি, সংস্থার সচিব জনাব মোঃ আতাহার আলী। এতে সভাপতিত্ব করেন সিবিএ সভাপতি জনাব আব্দুল কুদ্দুস ফরাজী। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব একে নাজমুজ্জামান, বিএডিসি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ সিবিএ এর সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠান টি পরিচালনা করেন সিবিএ সাধারণ সম্পাদক জনাব আল মোহাম্মদ।

বশির আহম্মেদ এর পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন

বশির আহম্মেদ

বিএডিসি'র ভারপ্রাপ্ত উপব্যবস্থাপক (পাট বীজ) জনাব বশির আহম্মেদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর হতে উইন্টার/২০১২ টার্মে "বীজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি" বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। জনাব বশির আহম্মেদ এর পিএইচডি থিসিসের টাইটেল ছিল "Nitrogen and potassium ferritizer application, Dehaulming effects on tuber development, Physiological and Biochemical properties of seed potato."

মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

বিএডিসি'র উপপরিচালক (আরবান সেলস) ঢাকা, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর হতে সীড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী" বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন তার গবেষণার বিষয় ছিল Effect of foliar application of NPKSB on growth, yield, nutrient content and seed quality of soybean" উল্লেখ্য, তিনি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পিএইচডি ফেলো নির্বাচিত হন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কর্তৃক ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে সম্মাননা প্রাপ্ত হন। তিনি ঢাকা জেলার ধামরাই থানার কৃতী সন্তান।

চলতি উৎপাদন বর্ষে বোরো ধান বীজের সংগ্রহ মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ৩০ মে ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১২-১৩ উৎপাদন বছরে উৎপাদিত বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতের বোরো ধান বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

ক্রঃনং	বীজের জাত	বীজের শ্রেণী	সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)
১	ব্রিধান-৫০ (সুগন্ধি)	ভিত্তি	৩৫.০০ (পঁয়ত্রিশ)
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩৩.০০ (তেত্রিশ)
২	অন্যান্য সকল জাত	ভিত্তি	২৯.০০ (উনত্রিশ)
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	২৭.০০ (সাতাশ)

চলতি মৌসুমে বাদাম সয়াবীন, তিল ও মুগের সংগ্রহ মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ৩০ মে ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার অনুমোদনক্রমে ২০১২-১৩ উৎপাদন বছরের রবি ও খরিফ ১ মৌসুমে উৎপাদিত বাদাম, সয়াবীন, তিল ও মুগ বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে :

বীজের নাম	বীজের সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	
	ভিত্তি	মানঘোষিত
১। বাদাম	৮০.০০ (আশি টাকা)	৭৮.০০ (আটাত্তর টাকা)
২। সয়াবীন	৬৫.০০ (পঁয়ষট্টি টাকা)	৬৩.০০ (তেষট্টি টাকা)
৩। তিল	৬২.০০ (বাষট্টি টাকা)	৬০.০০ (ষাট টাকা)
৪। মুগ	৮০.০০ (আশি টাকা)	৭৮.০০ (আটাত্তর টাকা)

আমন ধান বীজের বিক্রয় মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২২/০৪/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৩-১৪ সালে বিপণযোগ্য আমন ধান বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

বীজের নাম	বীজের জাত	বীজের শ্রেণী	বিক্রয়মূল্য (টাকা/কেজি)
আমন	ব্রিধান-৩৪,৩৭,৩৮ (সকল সুগন্ধি)	ভিত্তি	৫২.০০ (বাহান্ন)
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৪৮.০০ (আটচল্লিশ)
	বিনাশাইল ও নাইজারশাইল	ভিত্তি	৩৮.০০ (আটত্রিশ)
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩৪.০০ (চৌত্রিশ)
	অন্যান্য সকল জাত	ভিত্তি	৩৪.০০ (চৌত্রিশ)
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩২.০০ (বত্রিশ)

গত দুই মাসে বিএডিসি'র ৮০,৮০৬ মে.টন সার বরাদ্দ

গত দুই মাসে বিএডিসি'র (মে-জুন ২০১৩) মোট ৮০,৮০৬.৩৮ মে. টন সার বরাদ্দ দিয়েছে। বিতরণ করা হয়েছে ১৩৮,২৩৫.১৬ মে টন সার। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি রয়েছে ২৮,৯৪৯.০০ মে.টন, এমওপি ৩৭,১৭৫.০০ মে.টন এবং ডিএপি ১৪,৬৮২.০০ মে. টন। ৩০/০৬/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত মজুদ সারের পরিমাণ ৫৭২,১৫৪.৪৮ মে.টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জাতীয় বৃক্ষ মেলায় প্রথম পুরস্কার পেল বিএডিসি'র স্টল

জাতীয় বৃক্ষমেলা-২০১৩ তে বিএডিসি'র স্টল প্রথম পুরস্কার লাভ করে। গত ০৪ জুলাই বন ভবনের হেক্সি সম্মেলন কেন্দ্রে বন অধিদপ্তর আয়োজিত বৃক্ষমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারীর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ নুরুজ্জামান। উল্লেখ্য এবারের মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "গাছ লাগিয়ে ভরব দেশ, তৈরি করব সুখের পরিবেশ।"

'ভাল বীজে ভাল ফসল

নেরিকা মিউট্যান্টে স্বপ্ন ও সম্ভাবনা

'নেরিকা মিউট্যান্ট,-উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধানের একটি নতুন জাত। চলতি বোরো মৌসুমে একরপ্রতি এর ফলন মিলেছে ১০৩ মণ। দেশে প্রচলিত অন্যান্য উফশী জাতের তুলনায় এই উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ। এ অবস্থায় সুদূর আফ্রিকার উগান্ডা থেকে আনা এই ধান নিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে আমাদের কৃষক ও কৃষি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে। শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার হালুয়াতলা গ্রামের আদর্শ কৃষক মুকসেদুর রহমান লেবু তাঁর খামারে চলতি বোরো মৌসুমে নেরিকা মিউট্যান্ট ধান আবাদ করে রেকর্ড বম্পার ফলন পেয়েছেন। কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের তত্ত্বাবধানে গত ১৮ মে এই খামারে 'নেরিকা মিউট্যান্ট' ধানের শস্য কর্তন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। লেবুর খামারের এক শ একর জমিতে এই ধানের গড় ফলন পাওয়া গেছে একরে ১০৩ মণ। এমন ফলন শস্য কর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃষক, কৃষি বিশেষজ্ঞ ও মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তাদের মধ্যে নতুন স্বপ্ন ও সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে। পরিকল্পনা করা হচ্ছে খামারি লেবুর এমন অনন্য উদ্যোগের সুফল দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী মোবাইল ফোনের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বক্তব্যে এই ধান নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কৃষি বিশেষজ্ঞরা জানান, নতুন জাতের এ ধান আগামী দিনে একটি সম্ভাবনাময় ফসল হিসেবে সব মৌসুমে চাষ করা সম্ভব হবে। এই ধান খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারেও বিশেষ ভূমিকা রাখবে। বিএডিসি'র কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশে নেরিকা মিউট্যান্ট ধানের আবিষ্কর্তা মূলত কৃষক লেবু। উগান্ডা থেকে আনা নেরিকা ১০ জাতের কিছু ধান বীজ ২০১০ সালে বিএডিসি'র পক্ষ থেকে তাঁর খামারে আবাদের জন্য দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবেই স্বল্প জীবনকালীন ধানটির খুব ভালো ফলন পাওয়া যায়। এ সময় খামারে উৎপাদিত কিছু ধান পৃথক বৈশিষ্ট্যের মনে হওয়ায় খামারি লেবু তা আলাদা করে বীজ সংরক্ষণ করেন। সেই বীজ ধান আউশ, আমন ও বোরো- তিনটি মৌসুমেই আবাদ করে আশাতীত ফলন মেলে। এ ধানই 'নেরিকা মিউট্যান্ট' নামে পরিচিত হয়েছে। পরে বিএডিসি'র নিজস্ব খামারেও নেরিকা মিউট্যান্টের পরীক্ষামূলক আবাদে ভালো ফলন পাওয়া গেছে। বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) মোঃ নুরুজ্জামান বলেন, "কৃষিমন্ত্রী ২০০৯ সালে উগান্ডা থেকে আনা 'নেরিকা' জাতের মাত্র ২০০ গ্রাম বীজ বিএডিসিকে দিয়েছিলেন। আমরা তা থেকে বর্তমানে তিন হাজার টন বীজ উৎপাদন করেছি। স্বল্পমেয়াদি, খরাসহিষ্ণু, সব মৌসুমেই আবাদযোগ্য নেরিকা ধান এ দেশে প্রাকৃতিক মিউটেশনের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় একটি বিশেষ জাত তৈরি হয়েছে। তাই এর নাম হয়েছে নেরিকা মিউট্যান্ট।" উফশী ধানের উন্নত জাত উদ্ভাবনে বিশেষ ভূমিকা রাখায় কৃষক মুকসেদুর রহমান লেবুকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি ও সম্মাননা জানানোর উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানান তিনি। বিএডিসি'র মধুপুর বীজ প্রসেসিং কেন্দ্রের যুগ্ম পরিচালক সুলতান গিয়াস উদ্দিন জানান, নেরিকা মিউট্যান্ট ধান রোপণের ১২০ থেকে ১২৫ দিনের মধ্যে কাটা যায়। অথচ বোরো মৌসুমে আমাদের প্রচলিত অন্যান্য উফশী জাতের ধান পাকতে সময় লাগে ১৬০ থেকে ১৭০ দিন। এই ধান খরাসহিষ্ণু হওয়ায় চাষে সেচও কম লাগে। ফলে উৎপাদন খরচও কম হয়। সময় কম লাগার কারণে বোরো মৌসুমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরুর আগেই কৃষক ফসল ঘরে তুলতে পারেন। একই জমিতে পরবর্তী ফসল আবাদও শুরু করা যায় আগেভাগে। এতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সহজ হবে। খামারি মুকসেদুর রহমান লেবু বলেন, "কৃষিমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বিএডিসি ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় ২০১০ সালে আমার খামারে প্রথমে নেরিকা জাতের ধান আবাদ করি। সেখান থেকেই নেরিকা মিউট্যান্ট ধানের সন্ধান পাই এবং বিএডিসি কর্মকর্তাদের জানাই। বর্তমানে এলাকার ৯৫ জন চাষি এই ধানের বীজ উৎপাদনের জন্য 'কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার' (চুক্তিবদ্ধ চাষি) হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি"।

সংকলিতঃ দৈনিক কালের কণ্ঠ
২৯/০৫/১৩

ঝালকাঠিতে বিএডিসি'র বীজ বিতরণ কেন্দ্রের আধুনিকায়নের কাজ শুরু

ঝালকাঠিতে বিএডিসি'র বীজ বিতরণ কেন্দ্রকে আধুনিকায়ন করে বীজ উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১ কোটি ৭২, লাখ টাকা ব্যয়ে তিন তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন ও মেশিনারি রাখার জন্য অন্য একটি ভবন করা হয়েছে। এডিপি প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যেই সিড ড্রাইয়ার মেশিন ও ৬৫ লাখ টাকা মূল্যের একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক জেনারেটর বসানো হয়েছে। এ বীজ প্রসেসিং কেন্দ্রে সিড গ্রেডারসহ ঝাড়াই-মাড়াইসহ বীজ উৎপাদনের জন্য যেসব মেশিন, যন্ত্রপাতি দরকার তা বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। এতে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের আধুনিক যন্ত্রপাতি বসানো হবে। ইতোপূর্বে এই বীজ বিতরণ কেন্দ্রটি একটি জরাজীর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল। উত্তরাঞ্চলে সঙ্গে কল্পিত চার জেলার সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলে চার জেলা বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার বীজ বিতরণ কেন্দ্রকে বীজ উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। কৃষকদের জন্য ভালো ও মানসম্মত বীজ উৎপাদন করার জন্যই এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর পূর্বে বীজ বিতরণ কেন্দ্র হিসেবে বরিশাল থেকে বীজ কিনে কৃষকদের মধ্যে বিক্রয় করা হতো এবং এখন এখান থেকেই উৎপাদিত বীজ দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোর কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন ও বিতরণ করা সম্ভব হবে। বিএডিসি'র ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র সহকারী পরিচালক বলেন, এই কেন্দ্রটি নির্মাণের ফলে ঝালকাঠি জেলাসহ আশপাশের জেলায় বীজ সংকট থাকবে না।

সংকলিতঃ দৈনিক সংবাদ
১৬/০৬/১৩

বিএডিসি'র বীজ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা

সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) বীজ উৎপাদনের ১০ বছর মেয়াদি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে দেশে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত হবে বলে বিএডিসি বীজ বিশেষজ্ঞদের অভিমত । তারা বলেছেন, ভালো বীজ কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হলে ভালো ফলন পাওয়া যাবে। আসছে রবি মৌসুমে বিএডিসি ৫২ হাজার মেট্রিক টন বীজ বিতরণ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। জানা গেছে, শীত কালীন চাষ মৌসুম পুরোপুরি শুরু না হলেও ইতো মধ্যে নিজস্ব খামারে উৎপাদিত উন্নতমানের এসব বীজ কৃষকদের মাঝে বিক্রি শুরু হয়েছে।

এছাড়া দেশে গম, ভুট্টা, ডাল, আলু, টমেটো, বেগুন, শিম, মুলা, লালশাক, পালংশাকসহ বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন খাদ্যশস্য এবং শাক-সবজির বীজ বিতরণ করে আসছে বিএডিসি।

বিএডিসি সূত্রে জানা গেছে, এ বছর (২০১৩-১৪) শীতকালে ২০ হাজার ৩৪১ টন বীজ আলু , ১ হাজার ৪২৬ টন ডালজাতীয় বীজ, ১ হাজার ৯২ টন তেলজাতীয় বীজ, ১২০ টন সবজিজাতীয় বীজ এবং ১৬৭ টন মসলাজাতীয় বীজ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে বিএডিসি এছাড়া ১ হাজার ৪৬০ টন পাট বীজ এবং ১৯ হাজার ৩০৩ টন দানা শস্য গম বীজ ও ২৯৬ টন ভুট্টা বীজ সরবরাহ করা হবে।

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) মো. নুরুজ্জামান বলেন, মানসম্মত বীজ উৎপাদনকারী বিএডিসি বীজ উৎপাদনের যে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তা আস্তে আস্তে সফল হচ্ছে। সফলতা অর্জনে সংস্থাটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় গতবারের চেয়ে এবার বীজ উৎপাদনও বেশি হয়েছে। কৃষকদের আস্থা ও নির্ভরশীলতাও বাড়ছে বিএডিসির বীজের প্রতি। বিএডিসি সূত্রে জানা গেছে, ইতোমধ্যে বীজ উৎপাদন খামারে ধান এবং আলুসহ বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন বাড়ছে। গত ৩ বছরে বীজ উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৮ শতাংশ এ বছর চাহিদার প্রায় ১২ শতাংশ বীজ সরবরাহ করছে। ভালো মান ও অধিক ফলনশীল হওয়ায় এ বীজের প্রতি কৃষকদের চাহিদা এবং নির্ভরশীলতাও বাড়ছে। এ কারণে বীজবর্ধন খামারও বাড়ানো হচ্ছে।

সংকলিতঃ দৈনিক যায় যায় দিন
২৯/০৬/২০১৩

মহেশপুরের হাইব্রিড ধানের বাম্পার ফলন

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার দত্তনগর কৃষি খামারের অধীন ৫টি বীজ উৎপাদন খামার এ চাষকৃত হাইব্রিড ও সেরিকা-০১ ও ১০ এবং চাষী পর্যায়ে বাকলপোতা গ্রামের সফল চাষী মো. আমিনুর রহমান মাস্টার, অনন্তপুর গ্রামের আমানুল্লাহ মেম্বারের জমিতে চাষকৃত হাইব্রিড বীজ ধান এবারে বাম্পার ফলন হয়েছে। কুশাডাঙ্গা খামারের ডেপুটি ডাইরেক্টর কৃষিবিদ আমির হোসেন, কৃষিবিদ দেলোয়ার হোসেন (করিঞ্চ খামার), কৃষিবিদ আলতাফ হোসেন (মথুরা) ও পাথিলা খামারের কৃষিবিদ সেলিম হাওলাদারের সঙ্গে আলাপকালে তারা সকলে সেনদাশ সাহামা যত্নতার সাথে একমত পোষণ করেন।

সংকলিতঃ দৈনিক দিনকাল
১১/০৬/২০১৩

মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে

(১২ এর পাতার পর)

ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম মন্ডল, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আজিজুল হক, মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, ঢাকা। বিএডিসি কর্তৃক খরা সহিষ্ণু জাত হিসেবে ব্রি-ধান ৪২,৪৩,৫৫,৫৬,৫৭; লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত হিসেবে ব্রি-ধান ৪৭,৫৫, বিনা-ধান ৮, ১০; খরা সহিষ্ণু ও স্বল্প মেয়াদী জাত হিসেবে নেরিকা ধান বীজ এবং আকস্মিক বন্যা সহিষ্ণু জাত হিসাবে ব্রিধান ৫১, ৫২, জাতের ধান বীজ উৎপাদন কার্যক্রম এবং কৃষকদের মাঝে বিতরণ কর্মসূচী অব্যাহত আছে। সেমিনারগুলোতে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্পের পিএসইউ এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে অর্নামেন্টাল কিউকারবিট

(১৩ এর পাতার পর)

অর্নামেন্টাল কিউকারবিট ফলের চামড়া অত্যন্ত পুরো হওয়ায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ছাড়াই স্বাভাবিক অবস্থায় এদেরকে দীর্ঘদিন সংরক্ষন করা যায়।

গবেষণা ও সম্প্রসারণঃ

যদিও সবজী ও ফুল ফলের গবেষণার দায়িত্ব বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আওতাধীন উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের উপর রয়েছে অর্নামেন্টাল কিউকারবিটস্ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোন গবেষণা কাজ আরম্ভ হয় নাই। উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিককালে ফুল উৎপাদন ও বিপনন বাংলাদেশ যেমন এগিয়ে গেছে তেমনি অর্নামেন্টাল কিউকারবিটস ও অন্যান্য অর্নামেন্টাল প্লান্টস যেমন ক্যাকটাস, অর্কিড এর উৎপাদন ও রপ্তানিতে দেশ এগিয়ে যাবে আশা করা যায়। নতুন প্রবর্তিত (Introduced) ১১ টি জাত কৌলি সম্পদ (Genetic Resources) হিসেবে গবেষণা এক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। বিএডিসির উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ এবং এগ্রো সার্ভিস সেন্টারের খামারে এসকল জাতের বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দেশের চাহিদা পূরণ করে ও বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব কৃষিমন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হরটেক্স ফাউন্ডেশন (Hortex Foundation) অর্নামেন্টাল কিউকারবিটস এর চাষাবাদ সম্প্রসারণ ও বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

'ভাল বীজে ভাল ফসল

আশুগঞ্জ পলাশ এগ্রো- ইরিগেশন প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও সফলতা

মোঃ শাহাব উদ্দিন তালুকদার, প্রকল্প পরিচালক, শিমরাইলকান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আশুগঞ্জ পলাশ এগ্রো- ইরিগেশন প্রকল্পের আওতায় আশুগঞ্জ উপজেলাধীন তারুয়া নজরুল খাল পুনঃখনন কাজ পরিদর্শন করছেন প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ খলিলুর রহমান। পাশে প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শাহাবউদ্দিন তালুকদারকে দেখা যাচ্ছে

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জে ও নরসিংদী জেলার ঘোড়াশালে অবস্থিত তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র দু'টির কুলিং সিস্টেমে ব্যবহারের জন্য যথাক্রমে মেঘনা ও শীতলক্ষ্যা নদী হতে পানি উত্তোলন করা হয়। উত্তোলিত পানি ব্যবহারের পর তা নদীতে ডিসচার্জ ক্যানেলের মাধ্যমে নিষ্কাশন হয়ে থাকে। ১৯৭৫ সালে আশুগঞ্জ এলাকার প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান মরহুম হাজী খুর্শিদ সিকদার ও মরহুম মাহবুবুল হুদা ভুইয়াসহ কিছু উৎসাহী জন প্রতিনিধি/কৃষক যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়ে পিডিবির ইনটেক পয়েন্টে একটি হেড রেগুলেটর নির্মাণের মাধ্যমে স্থানীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বর্জ্য কুলিং ওয়াটারের আংশিক গতি পরিবর্তন করে পার্শ্ববর্তী আবাদী জমিতে স্থানান্তর করে ইরি ফসলে সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সফলতার প্রমাণ রাখেন। এ কার্যক্রম কৃষককুলের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সঞ্চার হয়। ১৯৭৮-৭৯ অর্থবছরে বিএডিসি ৮৭.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "আশুগঞ্জ সবুজ প্রকল্প" নামে ৪০০০ হেক্টর (৯৮৮০ একর) এলাকায় একটি সেচ প্রকল্প গ্রহণ করে। ঐ সময় ১- ভেন্টের একটি হেড রেগুলেটর ও প্রকল্প এলাকায় কিছু সেচনালা নির্মাণ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩২৫০ হেক্টর (৮০২৭ একর) জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়।

উল্লেখ্য একই সময়ে পলাশ এলাকায় প্রাক্তন এম.পি মরহুম আহমেদুল কবীর এর উৎসাহে অনুরূপ একটি সেচ প্রকল্প গড়ে উঠে। উভয় প্রকল্পকে সমন্বিত করে প্রস্তাব তৈরি করার জন্য সরকার বিএডিসিকে দায়িত্ব প্রদান করে। পরবর্তীতে ১৯৯০-৯৫ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীন উক্ত দুটি প্রকল্প একত্রীভূত করে "আশুগঞ্জ -পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প" নামে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পটির ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায় এর কাজ ২০০৮ সালে সফলভাবে শেষ হয়। ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়ে যথাক্রমে ১৬০০.০০ লক্ষ টাকা, ১৬০৪.৭০ লক্ষ টাকা ও ৩২১১.৩৭ লক্ষ টাকা সরকারি অর্থ ব্যয়ে বিভিন্ন ধরণের সেচ অবকাঠামো নির্মাণসহ, খাল খনন পুনঃ খনন বাঁধ নির্মাণ এবং যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য ব্রীজ, কালভার্ট, ক্যাটলক্রসিং ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পের ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়ে যথাক্রমে ৫১৩৬, ১০৬২৩ এবং ১৬১৯৪৪ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়।

আশুগঞ্জ ও ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত বর্জ্য পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রকল্পের আওতায় খাল পুনঃ খনন ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে আশুগঞ্জ ও পলাশের অতিরিক্ত ৬,০৭৩ হেক্টর (১৫,০০০ একর) জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত, এই ৫ বছর মেয়াদে প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে প্রণয়ন করা হয়। এতে মোট ব্যয় ধরা হয় ২৪৫৩.২৬ লক্ষ টাকা। এরপর কৃষি মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা শাখা-৪ এর স্মারক নং- ১২.৮০.০০০০.০৮৫.১৪.০১৫.০৮.৪০৬ তারিখ ৩০-১২-২০১২ খ্রি. মোতাবেক প্রকল্পটি ১ম সংশোধিত হিসাবে জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত মোট ২৬৯২.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১। লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রতি বছর আশুগঞ্জ এবং ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে যথাক্রমে ১০০০ কিউসেক ও ৬০০ কিউসেক নির্গত কুলিং ওয়াটার (পরিত্যক্ত) দ্বারা প্রকল্পের ৩য় পর্যায় পর্যন্ত আবাদকৃত ১৬১৪৪ হেক্টর (৪০০০০ একর) জমিতে সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

২। প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত ৬০৭৩ হেক্টর (১৫০০০ একর) জমি সেচের আওতায় আনয়ন করা।

৩। ১৬১৯৪ হেক্টর (৪০০০০ একর) জমিতে সেচের মাধ্যমে ৭০০০০ মে. টন এবং অতিরিক্ত ৬০৭৩ হেক্টর (১৫০০০একর) জমিতে সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২৬২৫০ মে. টনসহ সর্বমোট ৯৬২৫০ মে. টন খাদ্য শস্য উৎপাদন নিশ্চিত করা।

৪। সেচ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার ৯০০জন কৃষক/গ্রুপ ম্যানেজারকে প্রশিক্ষণ প্রদান। খাদ্য শস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ কর্মকান্ডে ১১০০০০ কৃষক পরিবার এবং ২৭৫০০০ শ্রমিক ও দরিদ্র মহিলা (১৬৫০০০ পুরুষ এবং ১১০০০০ মহিলা) এর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

(বাকী অংশ ১৫ এর পাতায়)

বিএডিসি'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. এস এম নাজমুল ইসলাম কৃষি সচিব পদে পদোন্নতি পাওয়ায় সংস্থার বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা প্রদান

বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশন

বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতি

বিএডিসি প্রকৌশল সমিতি

বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন

বিএডিসি সিবিএ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন বিএডিসি'র সচিব পদে যোগদান করায় সিবিএ এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা প্রদান

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি বিএডিসি'র চেয়ারম্যান পদে যোগদান করায় সংস্থার বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা প্রদান

বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশন

বিএডিসি প্রকৌশল সমিতি

বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতি

বিএডিসি ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সমিতি

বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন

মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে খরা, লবণাক্ততা বন্যা সহিষ্ণু ধান জাত প্রবর্ধনের বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত

মুহাঃ আক্তারুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, পিএমইউ, মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা

সম্প্রতি মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিএডিসি অংশ) এর উদ্যোগে খরা, লবণাক্ততা ও বন্যা সহিষ্ণু উন্নত ধান জাত প্রবর্ধন বিষয়ে চারটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সর্বদাই সচেষ্ট এবং নতুন প্রযুক্তি আহরণ, ব্যবহার উপযোগী করা এবং কৃষকদের মাঝে সে প্রযুক্তি প্রবর্ধনের কাজ করে চলেছে। সেমিনারগুলি দুর্যোগে আক্রান্ত হয় এমন স্থানে যেমন খরার জন্য রাজশাহীতে, লবণাক্ততার জন্য সাতক্ষীরায় এবং কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা এবং জামালপুর বন্যাপীড়িত অঞ্চলের জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনার চারটিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রগতিশীল চাষী, বীজ ডিলার, কৃষি কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কর্মকর্তা, সংবাদিকবৃন্দ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরকারী কর্মকর্তা ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। বিএডিসি সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণ এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সুচারুরূপে সেমিনারগুলি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। সেমিনারগুলিতে কৃষক, ডিলার এবং অংশগ্রহণকারীবৃন্দ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে জাতগুলির উপযোগিতার বিষয়টি উত্থাপিত হয়। বীজ প্রযুক্তির সহজলভ্যতা নিয়েও আলোচনা হয়। সেমিনারগুলোতে জাতগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যাপারে আগামীতে গৃহীতব্য বিষয়াদি উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

গত ১১ মে, ২০১৩ খ্রীঃ তারিখে রাজশাহীস্থ জাহিদ ইমাম টেনিস কমপ্লেক্স এর পিংক ক্যাসিয়া হলরুমে "খরা সহনশীল ধানের জাত প্রবর্ধন" বিষয়ক দিনব্যাপি একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী, উপ-সচিব, মধ্যপ্রাচ্য-২, ইআরডি, অর্থ মন্ত্রণালয়, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ, রাজশাহী অঞ্চল, অতিরিক্ত মহা-ব্যবস্থাপক (বীঃপ্রঃসংঃ/বীজ বিপণন) এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আজিজুল হক, মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, ঢাকা।

গত ১৪ মে, ২০১৩ খ্রীঃ তারিখ বিএডিসি'র মধুপুরস্থ বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, টাঙ্গাইলে খরা সহিষ্ণু ও স্বল্প মেয়াদী ধান "নেরিকা জাত প্রবর্ধন" বিষয়ক দিনব্যাপি অপর একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. মোঃ আঃ হালিম, পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ আনবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আজিজুল হক, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, ঢাকা। এ ছাড়া অতিরিক্ত মহা-ব্যবস্থাপক (বীঃপ্রঃসংঃ/খামার/বীজ বিপণন) বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি খরা সহিষ্ণু এবং স্বল্প মেয়াদী জাত হিসেবে নেরিকা জাতের ধানের উপযোগিতা ব্যাখা করেন। গত ১ জুন ২০১৩ তারিখে "লবণাক্ততা সহনশীল ধানের জাত প্রবর্ধন" বিষয়ক দিনব্যাপি একটি সেমিনার সাতক্ষীরা সার্কিট হাউজে আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান, কাজী শফিকুল আযম, অতিরিক্ত সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর মোঃ ইকবাল করিম, কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, আইআরআরআই, ঢাকা, বাংলাদেশ ও ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন, জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আজিজুল হক, মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, ঢাকা।

গত ৮ জুন, ২০১৩ খ্রীঃ ২০১৩ তারিখে "ধানের বন্যা সহিষ্ণু জাত প্রবর্ধন" বিষয়ক দিনব্যাপি একটি সেমিনার বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ সাইদুল ইসলাম, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর,

(বাকী অংশ ৮ এর পাতায়)

চিত্রবহ চার্টের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন বিষয়ক ম্যানুয়েলের উপর প্রশিক্ষণে সমাপনী ভাষণ দিচ্ছেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ নুরুজ্জামান

সাতক্ষীরায় অনুষ্ঠিত ধানের লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত প্রবর্ধন বিষয়ক সেমিনার

বাংলাদেশে অর্নামেন্টাল কিউকারবিট চাষের সম্ভাবনা

ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন, উপব্যবস্থাপক (বীপ্রস), বিএডিসি, ঢাকা

গ্রীষ্মকালীন সব্জীর মধ্যে কুমড়া জাতীয় সব্জী যেমন শসা, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, করলা, ঝিংগা, চিচিংগা, ধুন্দুল, তরমুজ, বাংগী প্রভৃতি ফসল এদেশে ব্যাপকভাবে চাষাবাদ হয়ে আসছে। এ সকল সবজী ফসলকে সংক্ষেপে কিউকারবিট (Cucurbits) বলা হয়। সকল কিউকারবিট আবার কিউকারবিটেসী (Cucurbitaceae) পরিবারের অর্ন্তভুক্ত। এ পরিবারের আওতায় ১১৭ টিগণ (Genus) এবং ৮২৫টি প্রজাতি (Species) রয়েছে। কিউকারবিটেসী পরিবার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কুমড়া জাতীয় উদ্ভিদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট এই যে, এরা কোমলাসী লতানো উদ্ভিদ। এজন্য ইংরেজিতে এগুলোকে Vine Crops বলা হয়। ফুল ধরার ব্যাপারে কুমড়া পরিবারের উদ্ভিদ বিশেষ বৈশিষ্টের অধিকারী। এরা তিন প্রকারের ফুল উৎপাদন করে, যথা-পুরুষ, স্ত্রী ও দ্বি-লিজিক। আমরা কুমড়া জাতীয় সবজী বা কিউকারবিট এর সাথে পরিচিত হলেও অর্নামেন্টাল কিউকারবিটস্ (Ornamental Cucurbits) বা শোভাবর্ধক কিউকারবিটের সংঙ্গে একেবারেই অপরিচিত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যেমন জার্মানী, নেদারল্যান্ড এ অর্নামেন্টাল কিউকারবিটস এর চাষাবাদ ব্যাপকভাবে হলেও এ অঞ্চলে এখনও চাষাবাদ শুরু হয়নি। সৌন্দর্যবর্ধনে ঘরবাড়ি, ড্রইং রুমে শো-পিচ হিসেবে ব্যবহারের জন্য এ ফসলটির চাষাবাদের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশে অর্নামেন্টাল কিউকারবিট চাষের ইতিহাস ঃ এদেশে কুমড়া জাতীয় বিভিন্ন সবজীর চাষাবাদের দীর্ঘ ইতিহাস থাকলেও অর্নামেন্টাল কিউকারবিটের ইতিহাস একবারেই নতুন। এদেশের কৃষিবিদের কাছেও এ ফসলটি অপরিচিত। সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. আব্দুস সাত্তার মন্ডল ২০১২ সালে সরকারি সফরে জার্মানী ও নেদারল্যান্ড গিয়ে সেখান থেকে নিয়ে আসেন অর্নামেন্টাল কিউকারবিটস্ এর ১১ টি জাত (Accessions)। এদেশে জাত গুলির চাষবাদের সম্ভাব্যতা যাচাই, বীজ উৎপাদন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তার দপ্তর থেকে ৪ সদস্য বিশিষ্ট ১ টি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সদস্যগণ হলেন ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর উদ্যানতত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুর রহিম, লাল তীর সীড লিমিটেড এর নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট এর ফ্লোরিকালচার বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. কবিতা আন্জু-মান-আরা এবং বিএডিসি'র আলু বীজ বিভাগ এর উপপরিচালক (মান নিয়ন্ত্রন) ড. মোঃ রেজাউল করিম প্রফেসর ড. আব্দুস সাত্তার মন্ডল কমিটির সদস্যদের মাঝে তার বিদেশ থেকে আনীত জাতগুলির বীজ প্রদান করেন। বিএডিসি'র কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর জার্মপ্লাজম সেন্টার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইন্সটিটিউট এর ফ্লোরিকালচার বিভাগ এবং লাল তীর সীড লিমিটেড এর গবেষণা মাঠে ঐসকল জাতের পরীক্ষামূলক আবাদ করা হয় এবং বেশ ভাল ফলাফল পাওয়া যায়

জলবায়ু ও পরিচর্যাঃ
কুমড়া জাতীয় ফসল গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ায় যখন রাত ও দিনের তাপমাত্রা তুলনামুলকভাবে বেশি থাকে তখন ভালভাবে জন্মে। কিউকারবিটস এর জন্য প্রশস্ত জায়গা প্রয়োজন। পর্যাপ্ত আলো বাতাসে এটি ভাল ফলন দেয়। অধিকাংশে কিউকারবিটস এর জন্য মাচা প্রয়োজন। মাচা বা বাউনিতে চাষ করলে এদের ফলন অনেক বেশি ও গুণ ভাল হয়। আজকাল খাটো ও ঝোপালো আকৃতির (Dwarf & Bush Type) কিউকারবিট পাওয়া যায়, যা স্বল্প পরিসরে এবং মাচা ছাড়াই আবাদ করা যায়। দোয়াশ, বেলে দোয়াশ ও সুনিষ্কাশিত মাটিতে এ ফসল ভাল হয়। অধিকাংশে কিউকারবিট আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে আবাদ হলেও অর্নামেন্টাল কিউকারবিটস শীতকালে চাষাবাদ করা যায়। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বীজ বপন করে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ভাল ফলন পাওয়া গেছে। কিউকারবিট ফসলের ফলের বিকাশের জন্য নিম্ন মাত্রার নাইট্রোজেন এবং উচ্চমাত্রার পটাশিয়াম সার প্রয়োজন। অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে গাছের ডালপালা অত্যাধিক বৃদ্ধি পেলেও ফলন হ্রাস পায়। ধানের খড় দ্বারা মালচিং প্রয়োগে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

জাতের ফসল যাচাই ঃ উল্লিখিত জাতগুলির উৎপাদনশীলতা যাচাইয়ে বেশ ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। এ উদ্দেশ্যে ৪ এপ্রিল ২০১৩ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত জার্মপ্লাজম সেন্টার (GPC) ১টি কর্মশালা, মাঠদিবস ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রফেসর ড. আব্দুস সাত্তার মন্ডল অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও বিএডিসি, বিএআর আই, লালতীর সীড লিমিটেড এর বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কর্মশালায় বাকৃবি ও বিএডিসি থেকে দুইটি পেপার উপস্থাপন করা হয়। বিভিন্ন আকৃতির ও বর্ণের কিউকারবিট দেখে দর্শনার্থীগণ অভিভূত হন এবং এদেশে এ ফসলের ব্যাপক চাষাবাদের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য অর্নামেন্টাল কিউকারবিটস খাবারের জন্য উপযোগী নয়। বিজ্ঞানীদের মতে গবেষণার মাধ্যমে এটিকে খাবারের উপযোগী করা সম্ভব।

অর্নামেন্টাল কিউকারবিট এর বিশেষ বৈশিষ্টঃ
অর্নামেন্টাল কিউকারবিট এর ফল খুবই বৈচিত্রময়। ফলের ওজন ১০০ গ্রাম থেকে কয়েক কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। ফলের ত্বক সাদা, হলুদ সোনালী, ধুসর, নীল, সবুজ অথবা স্যামন (Salmon) প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের হয়। অনেক জাতে একাধিক বর্ণের ডোরাকাটা (Striped) বা বিচিত্রিত (Spotted) ফল পাওয়া যায়। ফলের উপরিভাগ সমতল (Plain), খাদালো (Grooved), আচিলযুক্ত (Warty) অথবা ভাঁজকৃত (Creased) হয়ে থাকে। আকৃতির দিক দিয়ে ফল মূলত গোলাকার, চ্যাপ্টাগোলাকার, উপবৃত্তাকার, দন্ডাকার এবং নাশপাতি আকারের হয়। অর্নামেন্টাল কিউকারবিট ফলের আকার-আকৃতি ও বর্ণের বৈচিত্রতার কারণে অত্যন্ত নান্দনিক হওয়ায় বাড়িঘরে শো-কেসে (Show-case) শো-পিস হিসেবে সৌন্দর্যবর্ধনের নিমিত্তে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(বাকী অংশ ৮ এর পাতায়)

মেধাবী মুখ

গোলাম মাহমুদ

গোলাম মাহমুদ ২০১৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় চাঁদপুর হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ- ৫ (গোল্ডেন A+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়েছিল।
মাহমুদ বিএডিসি হিমাগার চাঁদপুর দপ্তরে কর্মরত মেকানিক কাম অপারেটর জনাব মোঃ গোলাম কুদ্দুছ এর পুত্র। সে সকলের দোয়া প্রার্থী

রায়হান সাকিব (সাকিব)

রায়হান সাকিব (সাকিব) ২০১৩ সালের এস এস সি পরীক্ষায় চাঁদপুর হাসান আলী সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগ হতে জিপিএ ৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার পিতা মোঃ এনায়েত উল্লাহ ঢালী সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা , ডাল ও তৈল বীজ প্রকল্প, কৃষি ভবন, ঢাকায় ও সিবিএ এর আইন বিষয়ক সম্পাদক। সাকিব ভবিষ্যতে স্থপতি হতে চায়। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

মোঃ মাছুম

মোঃ মাছুম মাদ্রাসা বোর্ড হতে ২০১৩ সালের দাখিল পরীক্ষায় মাদ্রাসা-ই বাইতুল মামুর দাখিল মাদ্রাসা থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। মাছুম বিএডিসি'র জনসংযোগ বিভাগে কর্মরত পিয়ন মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ নজরুল ইসলামের পুত্র সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

হাফেজ মোঃ ইসমাইল

হাফেজ মোঃ ইসমাইল ২০১৩ সালের দাখিল পরীক্ষায় ভোলায় অবস্থিত উত্তর কালাকোপা সিনিয়র মাদ্রাসা হতে সাধারণ বিভাগে জিপিএ ৪.৬০ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ইসমাইল জনসংযোগ বিভাগের অসীম কবির আহাম্মদ এর পুত্র। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

ভাল বীজে
ভাল ফসল

গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজের সংগ্রহ মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২৩/০৪/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১২-১৩ মৌসুমে উৎপাদিত ও সংগৃহীত গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ-

ক্র: নং	বীজের নাম	২০১২-১৩ সালের জন্য নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা /কেজি)	
		ভিত্তি	মানসম্পন্ন
১	মিষ্টি কুমড়া	৩৮০/- (তিনশত আশি টাকা)	৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ টাকা)
২।	শসা	৪২০/- (চারশত বিশ টাকা)	৩৯০/- (তিনশত নব্বই টাকা)
৩।	করলা	৭৬০/- (সাতশত ষাট টাকা)	৭১০/- (সাতশত দশ টাকা)
৪।	বরবটি	১৫৫/- (একশত পঞ্চান্ন টাকা)	১৪০/- (একশত চল্লিশ টাকা)
৫।	ডাঁটা (বাঁশপাতা)	১৬০/- (একশত ষাট টাকা)	১৩৫/- (একশত পঁয়ত্রিশ টাকা)
৬।	ডাঁটা (ভুটানী / বারি-১)	১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)	১৩০/- (একশত ত্রিশ টাকা)
৭।	কলমিশাক	৯০/- (নব্বই টাকা)	৮০/- (আশি টাকা)
৮।	ঢেঁড়স (বারি-১)	১৩০/- (একশত ত্রিশ টাকা)	১২০/- (একশত বিশ টাকা)
৯।	চালকুমড়া	৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ টাকা)	৩২০/- (তিনশত বিশ টাকা)
১০।	চিচিংগা	৪৫০/- (চারশত পঞ্চাশ টাকা)	৪২০/- (চারশত বিশ টাকা)

আশুগঞ্জ পলাশ এগ্রো- ইরিগেশন প্রকল্প

(৯ এর পাতার পর)

প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও সফলতাঃ

আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো -ইরিগেশন প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নরসিংদী জেলার প্রকল্প এলাকায় খাল পুনঃখনন ও বিভিন্ন সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে এ পর্যন্ত অতিরিক্ত প্রায় ৬০০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ৫ পর্যায়ে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় যেসব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার প্রতিবেদন নিম্নে প্রদত্ত হলো-

ক্রমিক নং	প্রধান অঙ্গের নাম	প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়নের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২	৪	৬	৮
১	আরসিসি প্রধান সেচনালা নির্মাণ	৩.৬৬	৩.৫০	
২	আরসিসি সেকেন্ডারী সেচনালা নির্মাণ	১.৪০	১.০০	
৩	ব্রীক টারশিয়ারী সেচনালা নির্মাণ	৮.০০	৮.০০	
৪	খাল পুনঃখনন	৫৪.০০	৫০.০০	
৫	মাটির বাঁধ নির্মাণ	৩০.০০	৩০.০০	
৬	সাইফন নির্মাণ	৩টি	৩টি	
৭	ইকুয়ালাইজার নির্মাণ	১৫টি	১৫টি	
৮	স্লুইচ গেইট নির্মাণ	১০টি	৯টি	
৯	রেগুলেটর নির্মাণ	৮টি	৮টি	
১০	রিটেইনিং ওয়াল/টো-ওয়াল নির্মাণ	১.৪০	১.০০	
১১	ফুটব্রীজ/কালভার্ট/ক্যাটল ক্রসিং নির্মাণ	২৫টি	২০টি	
১২	কৃষক/ম্যানেজারকে সেচ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	৯০০ জন	৭২০ জন	
১৩	বৃক্ষরোপণ	৬৮০০টি	৬০০০	

উপর্যুক্ত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করায় এবং প্রকল্প এলাকায় সুষ্ঠুভাবে সেচের পানি সরবরাহের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত প্রায় ৬০০০ হেক্টর জমিসহ মোট ২২১৯৪ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে। এতে এ বৎসর ৯৫৪৩৪ মে. টন খাদ্য শস্য উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রকার সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করায় গ্রামীণ রাস্তাঘাটের উন্নয়নের ফলে উৎপাদিত খাদ্যশস্য বাজারজাতকরণে কৃষকেরা সুবিধা পাচ্ছে। সেচ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৭২০ জন কৃষক/ স্কীম ম্যানেজারদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে প্রায় ৬০০০ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পের সার্বিক কর্মকান্ডে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

আশুগঞ্জ পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্পটি দেশের মধ্যে অত্যন্ত কম খরচে অধিক ফসল উৎপাদনের একটি ব্যতিক্রমধর্মী সেচ প্রকল্প। এত কম খরচে কৃষকেরা কোথাও সেচ সুবিধা পায় না। উপকারভোগী কৃষকদের কাছ থেকে নামমাত্র সেচকর নেয়া হয়। অর্থাৎ প্রতি সেচ মৌসুমে একর প্রতি লিফটিং পদ্ধতিতে ২০০/- টাকা এবং গ্রেভিটি পদ্ধতিতে ৪০০/- টাকা সেচকর নেয়া হয়। প্রকল্প এলাকার কৃষকদের সেচ খরচ অত্যন্ত কম। এছাড়া প্রকল্পের পানি ব্যবহার করলে জমিতে সার ও কীটনাশক কম লাগে এবং ফলন ভাল হয় বলে কৃষকদের নিকট থেকে জানা যায়। অর্থাৎ এ প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের ফসল উৎপাদন খরচ অন্যান্য এলাকার তুলনায় অনেক কম হওয়ায় কৃষকেরা বেশি লাভবান হয়। এটি একটি কৃষকবান্ধব প্রকল্প। কাজেই, এ প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা একান্ত প্রয়োজন।

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি

শ্রাবণ মাসে কৃষিতে করণীয়

অবিরাম বৃষ্টিতে আমন লাগানোর ধুম, আউশের যত্ন, পাটের পরিচর্যা, বৃক্ষ রোপণ এমনি হাজারো কাজ নিয়ে শুরু হলো শ্রাবণ মাস। আসুন চাষী ভাইয়েরা, জেনে নিন এ মাসের কাজগুলো।

ধান

শ্রাবণ মাস আমনের চারা লাগানোর ভরা মৌসুম। একই জমিতে সময় মত রবি ফসলের চাষ করতে চাইলে এ মাসের মধ্যেই আমন রোপণ শেষ করতে হবে। চারার বয়স জাতভেদে ২৫-৩৫ দিনের হলে ভাল হয়। আমনের উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বিআর ১০, বিআর ১১, ব্রিধান ৩০, ব্রিধান ৩২, ব্রিধান ৩৪, ব্রিধান ৪১, ব্রিধান ৪৪, ব্রিধান ৪৬, ব্রিধান ৪৯, , বিনাধান ৭ ভাল ফলন দেয়। চারা রোপণের পূর্বে জমির উর্বরতার ধরণ বুঝে সার নির্দেশিকা অনুসরণ করে কিংবা ব্লক সুপারভাইজারের নির্দেশনা নিয়ে সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। উফশী আমন ধানের জন্য সারের সাধারণ মাত্রা হচ্ছে একর প্রতি ইউরিয়া : টিএসপি : এমওপি : জিপসাম : দস্তা =৭০ : ২০ : ৩২ : ১৮ : ২। ইউরিয়া ছাড়া বাকী সব সার রোপণের পূর্বে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। নাবী জাতের আমনের বীজতলা এ মাসেই করতে হবে। শ্রাবণেই আউস ধান পাকা শুরু হয়। প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হয় বলে সময় বুঝে আউস কেটে দ্রুত মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকিয়ে নিন।

পাট

পাট গাছের বয়স চার মাস হলেই পাট কাটা শুরু করা যেতে পারে। পাট কেটে চিকন ও মোটা গাছ আলাদা করে আটি বেঁধে গাছের গোড়া ৩/৪ দিন এক ফুট পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর জাগ দিলে সুষমভাবে পাট পঁচে। বন্যার কারণে সরাসরি পাট গাছ হতে বীজ উৎপাদন সম্ভব না হলে পাট কাটার আগে পাটের ডগা কেটে তা উঁচু জায়গায় লাগিয়ে সহজেই বীজ উৎপাদন করা যায়। পাটের ডগার কাণ্ড ১৫-২২ সে. মি. করে কেটে কাঁদা করা জমিতে একটু কাত করে রোপণ করুন। তবে খেয়াল রাখুন যাতে প্রতি টুকরায় পাত সহ ২/৩ টি কুঁড়ি থাকে।

শাকসব্জি

গ্রীষ্মকালীন সব্জীর গোড়ায় পানি জমে থাককালে নিকাশের ব্যবস্থা নিন এবং গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিন। এসময় শীমের বীজ লাগানো যায়। তাছাড়া তাপসহনশীল মুলার বীজও এ মাসে বপণ করা যায়

বৃক্ষরোপণ

আষাঢ় মাসের মত এ মাসেও বৃক্ষরোপণ চলছে। ফলজ, বনজ ঔষধি গাছের চারা রোপণের ব্যবস্থা নিন। চারা বা কলম হতে হবে স্বাস্থ্যবান ও ভাল জাতের। চারা রোপণ করে গোড়াতে মাটি তুলে খুঁটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিন। গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রোপণ করা চারার চারপাশে বেড়া দিন।

ভাদ্র মাসে কৃষিতে করণীয়ঃ

ধান

শ্রাবণ মাসে লাগানো আমন ধানের জমিতে অনুমোদিত মাত্রায় ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করুন। চারা লাগানো ১২-১৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ নতুন শেকড় গজানোর সাথে সাথে প্রথম কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করে আগাছা পরিষ্কার তথা মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং জমিতে পরবর্তীতে অল্প পরিমাণ পানি রাখতে হবে। সার দেয়ার পর লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জমিরপানি বাইরে না যায়। ভাদ্র মাসে নাবি জাতের আমন ধান লাগানো শেষ করতে পারলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। নাবী জাতের উফশী আমন ধানের মধ্যে বিনাশাইল, বিআর ২২, বিআর ২৩, ব্রিধান ৪৬ অন্যতম।

পাট

ভাদ্র মাসের মধ্যে পাট কাটা শেষ করলে আঁশের মান ভাল থাকে। পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভাল করে ধোয়ার পর ৪০ লিটার পানিতে এক কেজি তেঁতুল গুলে তাতে আঁশগুলো ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। এতে উজ্জ্বল বর্ণের আঁশ পাওয়া যায়। নাবী পদ্ধতিতে পাটবীজ উৎপাদনের জন্য এখনই বীজ বপণের উপযুক্ত সময়।

ডাল ও তৈল

এ মাসের মধ্যেই মুগ, মাসকলাই ও সয়াবীন বীজ বপন করতে হবে। এ তিনটি ফসলই মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হয় বলে মাটিতে জো আসা মাত্রই বীজ রোপণ করতে হবে। বারিমুগ ৬, বিনামুগ ৫, বারিমাস ৩, বারি সয়াবীন ৬ উচ্চফলনশীল জাতের মধ্যে অন্যতম।

শাক-সব্জি

আগাম শীতকালীন সব্জির চাষ করতে চাইলে এ মাসেই বীজতলা করতে হবে। অর্ধেক মিহি মাটি ও অর্ধেক পঁচা গোবর মিশিয়ে এক মিটার চওড়া দুই মিটার লম্বা বেড তৈরি করে তাতে বীজ বপন করে মিহি মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। বৃষ্টির তোড় হতে রক্ষার জন্য বেডের উপর ছাউনির ব্যবস্থা করুন।

সংরক্ষিত বীজ ও শস্য

সংরক্ষিত বোরো বীজ, গম বীজ, ভুট্টা বীজ, ডাল ও তৈল বীজ, ভাদ্র মাসের রৌদ্রে শুকিয়ে পোকামুক্ত করে পুনরায় গোলাজাত করতে হবে। এতে বীজের গুনাগুন অক্ষুন্ন থাকে।

বিএডিসি'র পরিচালক পর্ষদ সভায় সভাপতিত্ব করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি। ছবিতে পরিচালক পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত পাট ব্যবস্থাপনা বিভাগের সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

বিএডিসি'র প্রাক্তন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব এ.টি.এম. মহিউদ্দিন আহমেদ এর বিদায় উপলক্ষে ক্রেস্ট প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

বিএডিসি'র প্রাক্তন সচিব জনাব মোঃ আকবর আলী এর বিদায় উপলক্ষে বিএডিসি এর পক্ষ থেকে বিদায়ী অতিথিকে উপহার প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

বিএডিসি'র প্রাক্তন সচিব জনাব মোঃ মাহতাবুর আলী এর বিদায় উপলক্ষে কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে বিদায়ী অতিথিকে উপহার প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে সিবিএ আয়োজিত মহান মে দিবস -২০১৩ উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য এ্যাড. ফাজিলা খানম এমপি

বিএডিসি'র কৃষি ভবন পরিদর্শন করছেন মাননীয় নৌ পরিবহনমন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এমপি। পাশে সিবিএ সভাপতি জনাব আব্দুল কুদ্দুস ফরাজীকে দেখা যাচ্ছে

জাতীয় ফল প্রদর্শনী-২০১৩ তে বিএডিসি'র স্টল দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে। পুরস্কারের ক্রেস্টটি মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি কে হস্তান্তর করছেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ নুরুজ্জামান

জাতীয় বৃক্ষ মেলা-২০১৩ তে বিএডিসি'র স্টল প্রথম পুরস্কার লাভ করে। পুরস্কারের ক্রেস্টটি পরিবেশ ও বন সচিব জনাব মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারীর কাছ থেকে গ্রহণ করছেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ নুরুজ্জামান

রাজধানীর হোটেল আবাকাসে বিএডিসি ও এফএও আয়োজিত বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা এবং সিলেট বিভাগে ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

জাতীয় ফল প্রদর্শনীতে বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি ও মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি। ছবিতে মাননীয় কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ওহিদ উদ্দিন আহমেদ এনডিসি ও বিভিন্ন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ-২০১৩ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম

জাতীয় বৃক্ষমেলায় বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন সংস্থার সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আবদুস সামাদ

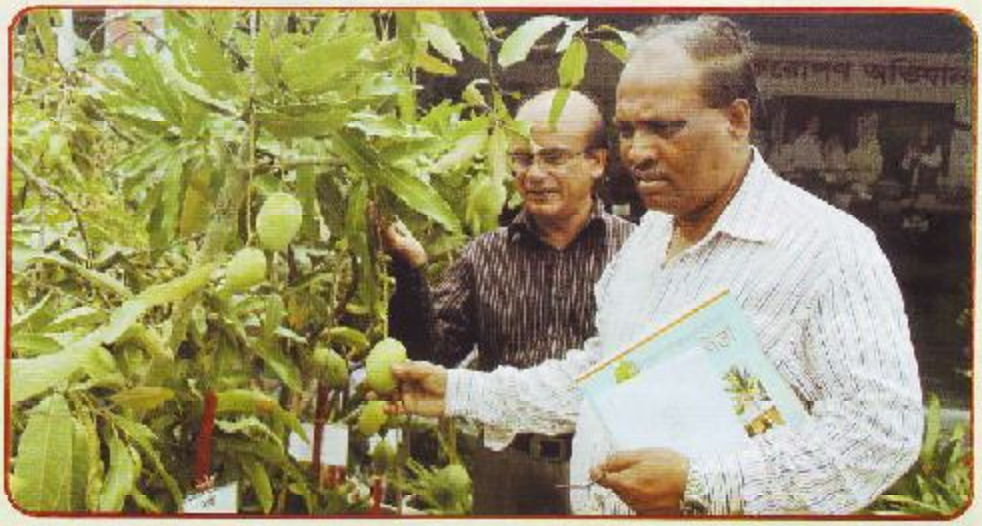

জাতীয় বৃক্ষমেলায় বিএডিসি'র স্টলে আমের চারা

জাতীয় বৃক্ষমেলায় বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত করমচা গাছ

জাতীয় বৃক্ষমেলায় বিএডিসি'র স্টলে নারিকেল চারা

জাতীয় ফল প্রদর্শনীতে বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত ড্রাগন ফল

জাতীয় ফল প্রদর্শনীতে বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত রাম্বুটান ফল

জাতীয় ফল প্রদর্শনীতে বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত আম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৩, ৯৫৫২৩১৬, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, ইমেইল : info@badc.gov.bd এবং কালারস্টার, ৫৭, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।